আপনার উদ্ভাবনী ধারণা
শিক্ষায় আনবে সম্ভাবনা

অগ্রযাত্রা ২০২১

মুজিব শতবর্ষ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

আপনার উদ্ভাবনী ধারণা
শিক্ষায় আনবে সম্ভাবনা

অগ্রযাত্রা ২০২১

মে ২০২১

প্রকাশনায়

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

জনাব গোলাম মোঃ হাসিবুল আলম
সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

তত্ত্বাবধানে

জনাব আলমগীর মুহম্মদ মনসুরুল আলম
মহাপরিচালক (গ্রেড-১), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

প্রণয়নে

জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, সিস্টেম এনালিস্ট, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
জনাব মোঃ আতাউর রহমান, সহঃ পরিচালক (আইন), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
জনাব মোসাম্মদ রোখসানা হায়দার, শিক্ষা অফিসার (প্রশাসন), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, শিক্ষা অফিসার, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
জনাব নিরঞ্জন কুমার রায়, শিক্ষা অফিসার (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
জনাব মু. ফজলে এলাহী, গবেষণা কর্মকর্তা (ডকুমেন্টেশন সেল), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
জনাব মোঃ শরীফ উল ইসলাম, শিক্ষা অফিসার (আইএমডি), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

সম্পাদনায়

জনাব মোঃ আবু বকর সিদ্দিক, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ও চীফ ইনোভেশন অফিসার, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, পরিচালক (প্রশাসন) ও ইনোভেশন অফিসার, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

গ্রাফিক্স ডিজাইন ও মুদ্রণ

ইভেন্টকম
৩৫/সি, লেক সার্কাস, কলাবাগান, ঢাকা-১২০৫
www.eventcommbd.com

সূচীপত্র...

মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর বাণী	০৩
মহাপরিচালকের বাণী	০৪
ইনোভেশন টিমের উদ্দেশ্যসমূহ	০৫
ইনোভেশন টিমের কার্যক্রম	০৫
ইনোভেশন টিমঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	০৬
ইনোভেশন টিমঃ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	০৭
কিছু পরিসংখ্যান	০৮
কিছু পরিসংখ্যান	০৯
মেন্টরিং	১০
কো-মেন্টরিং	১১
২০২০-২১ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য ইনোভেশন ও এসআইপিসমূহ	১২
২০২০-২১ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য আইডিয়া সমূহ	১৩
চলতি অর্থবছরের উদ্ভাবনী গল্প	১৫
২০২০-২১ অর্থবছরের সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ	২০

মোঃ জাকির হোসেন, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর বাণী

আত্মমর্যাদাশীল ও উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মানে বর্তমান সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে গৃহীত হয়েছে সুদুরপ্রসারী বিভিন্নমূখী উন্নয়ন পরিকল্পনা। সরকারের এ সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রয়োজন আধুনিক ও প্রযুক্তি নির্ভর কর্মব্যবস্থাপনা। এলক্ষ্যে সরকারি দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানসমূহে গতানুগতিক কর্মপদ্ধতির পরিবর্তে স্বল্প সময়ে এবং স্বল্প ব্যয়ে অধিক কর্মসম্পাদন তথা ইনোভেশনের বিষয়টিকে সর্বেচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে।

সরকারের উন্নয়ন কর্মযজ্ঞের অংশ হিসাবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ইনোভেশন কার্যক্রমে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তরসমূহ সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করে ইনোভেশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছে। বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ইনোভেশন কার্যক্রম সম্প্রসারণের ফলে মাঠ পর্যায়ে অভূতপূর্ব সাড়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিদ্যালয়সমূহ দৃষ্টিনন্দনভাবে সজ্জিতকরণ, শিক্ষার্থী বান্ধব শিখন কৌশল উদ্‌ভাবন, অংশীজনের বিদ্যালয় উন্নয়নে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সেবা গ্রহীতাদের মধ্যে সেবা কার্যক্রম নির্বিঘ্নকরণ উল্লেখযোগ্য।

বিদ্যমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতির মধ্যে শিশুদের শিখন-শেখানো ঘাটতি পূরণে শিক্ষক-কর্মকর্তাগণ বেশ কিছু ইনোভেশন ধারণা গ্রহণ করেছেন। এ সকল ধারণা সংশ্লিষ্টদের অবহিতকরণ এবং ইনোভেশন কার্যক্রমে সকলকে অনুপ্রাণিত করতে প্রতি বছরের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এবারও ভার্চুয়ালী ইনোভেশন শোকেসিং আয়োজন করায় আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ইনোভেশন কার্যক্রমে সফলতার স্বীকৃতিস্বরূপ সার্বিক মূল্যায়নে এ মন্ত্রণালয় বিগত অর্থ বছরে সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মধ্যে ৬ষ্ঠ স্থান লাভ করায় আমি আনন্দিত। ইনোভেশন কার্যক্রমের এ ধারা অব্যাহত থাকলে চলতি অর্থবছরসহ পরবর্তী বছরগুলোতে আমরা আরও সফলতা বয়ে আনতে সক্ষম হব মর্মে দৃঢ়ভাবে আশাবাদী।

(মোঃ জাকির হোসেন, এমপি)
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

মহাপরিচালকের বাণী

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সরকার যখন রূপকল্প-২০২১, সপ্তম/অষ্টম পঞ্চবার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা', ভিশন ২০৪১ এবং ডেল্টা প্যান ২১০০ বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, ঠিক এসময়ে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নেয়া জাতি গঠনের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং অপরিহার্য।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করেন। তিনি ১৯৭২ সালে কুদরত-ই-খুদা কমিশন গঠন করেন এবং ৩৬ হাজার ১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেন। তৎকালীন সময়ে জাতির পিতার নির্দেশে ১ লক্ষ ৫৭ হাজার ৭২৪ জন শিক্ষকের চাকুরি সরকারিকরণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে ২০১৩ সালে ২৬ হাজার ১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেন এবং ১ লক্ষ ৫ হাজার ৬১৬ জন শিক্ষকের চাকুরি সরকারিকরণ করে।

জনগণের দোর গোড়ায় সরকারি সেবা নিশ্চিত করা, সেবার মান বৃদ্ধি এবং সেবাকে অধিকতর জনবান্ধব করার জন্য সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। জনপ্রশাসনে কাজের গতিশীলতা এবং উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা দ্রুত ও সহজিকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ৮-৪-২০১৩ তারিখের প্রজ্ঞাপন মোতবেক প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে এবং তারা মেন্টরিং এর মাধ্যমে সারাদেশে প্রাথমিক শিক্ষায় ইনোভেশন কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রাথমিক শিক্ষায় ইনোভেশনের সমৃদ্ধ ইতিহাস রচিত হয়েছে। সকল অংশীজনের অংশগ্রহণে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার সর্বোচ্চ সুযোগ সৃষ্টি এবং কম খরচে, দ্রুত সময়ে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানোর মাধ্যমে জনপ্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৮২টি, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট ২৫৮ টি, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ১১৫ টি, ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ৩৮ টি এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৪৩ টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়েছে। এর মধ্যে বেশ কিছু আইডিয়া আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে সম্প্রসারিত হয়েছে এবং বিভিন্ন মহলে প্রশংসা কুড়িয়েছে।

উন্নততর সেবা নিশ্চিতকরণে সেবা সহজীকরণের কোন বিকল্প নেই। তাই বৈশ্বিক অতিমারির মধ্যেও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ভার্চুয়ালি উদ্ভাবনী মেলা ও শোকেসিং ২০২১ আয়োজন এবং 'অগ্রযাত্রা-২০২১' প্রকাশের প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে। এবারের শোকেসিং এ সুরক্ষা, নিরাপদে শিখন কার্যক্রম পরিচালনা, শিখনঘাটতি হ্রাসকরণ ইত্যাদি বিষয় সংশিষ্ট ১১টি (উদ্ভাবনী ধারণা ০৬ টি এবং এসআইপি/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প ০৫ টি) ইনোভেশনকে নির্বাচন করা হয়েছে। করোনা তথ্য বাতায়ন, ডিপিএড প্রশিক্ষণ সহায়িকা, সৃজন-অনলাইনে ১ম ও ২য় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের হাজিরা, শিখনফল অর্জন মনিটরিং এসব উদ্ভাবন প্রাথমিক শিক্ষায় অনন্য ভূমিকা পালন করবে। করোনা তথ্য বাতায়ন এর মাধ্যমে আমরা এক ক্লিকে প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত করোনা আপডেট পেয়ে যাচ্ছি।

ইনোভেশনকে উৎসাহিত করণে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ব্যাপক উদ্যোগ বাস্তবায়ন করে চলেছে আর্থিক, কারিগরীসহ নানামুখী সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষায় ব্যাপক ইনোভেশনের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে আমরা এগিয়ে যাব সে আশাবাদ রাখছি। পাশাপাশি বিদ্যমান পরিস্থিতিতে ভার্চুয়াল শোকেসিং ২০২১ আয়োজন এবং ইনোভেশন সংক্রান্ত নিয়মিত স্মরণিকা 'অগ্রযাত্রা-২০২১' প্রকাশ করে ইনোভেশন চর্চার ধারা অব্যহত রাখার জন্য সংশিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

আলমগীর মুহম্মদ মনসুরুল আলম
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

ইনোভেশন টিমের উদ্দেশ্যসমূহ

১. নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া অধিকতর জনবান্ধব এবং সহজলভ্য করা;

২. দাপ্তরিক জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করা;

৩. সকল অংশীজনের অংশগ্রহণে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার সর্বোচ্চ সুযোগ সৃষ্টি

ইনোভেশন টিমের কার্যক্রম

০১ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে ইনোভেশন সেল

০২ অধিদপ্তর এবং মাঠ পর্যায়ে ইনোভেশন টিম গঠন

০৩ আইডিয়া সংগ্রহ ও ফান্ড প্রদান

০৪ আইডিয়া বাস্তবায়নে মেন্টরিং প্রদান

০৫ সফল আইডিয়ার সম্প্রসারণ

০৬ স্বীকৃতি ও প্রণোদনা প্রদান

উদ্ভাবনী চর্চা বিকাশে আমরা আছি আপনার পাশে

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

জনাব গোলাম মোঃ হাসিবুল আলম
সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

ইনোভেশন টিম

জনাব মোঃ আবু বকর সিদ্দিক
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
ও চীফ ইনোভেশন অফিসার

জনাব শাহনাজ সামাদ
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)
ও সদস্য, ইনোভেশন টিম

জনাব অঞ্জন চন্দ্র পাল
উপসচিব (প্রশাসন)
ও সদস্য, ইনোভেশন টিম

জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম
সিস্টেম এনালিস্ট
ও সদস্য, ইনোভেশন টিম

প্রকৌশলী মুঃ শহীদুল ইসলাম
প্রোগ্রামার
ও সদস্য, ইনোভেশন টিম

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

তত্ত্বাবধানে

জনাব আলমগীর মুহম্মদ মনসুরুল আলম
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

ইনোভেশন টিম

জনাব মোঃ মিজানুর রহমান
পরিচালক (প্রশাসন) ও ইনোভেশন অফিসার
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

জনাব মোঃ আতাউর রহমান
সহকারি পরিচালক (সাধারণ প্রশাসন)
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

জনাব মোসাম্মদ রোখসানা হায়দার
শিক্ষা অফিসার
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

জনাব নিরঞ্জন কুমার রায়
শিক্ষা অফিসার
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

জনাব মোঃ ফিরোজ কবীর
সহকারী প্রকল্প পরিচালক
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

জনাব মোঃ জিন্নাত আলী বিশ্বাস
শিক্ষা অফিসার
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম
শিক্ষা অফিসার
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান
শিক্ষা অফিসার
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

জনাব মোঃ শরীফ উল ইসলাম
শিক্ষা অফিসার (আইএমডি)
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

জনাব কানিজ ফাতেমা
শিক্ষা অফিসার (সাধারণ প্রশাসন)
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

জনাব ইসমাইল হোসেন
পরিসংখ্যান কর্মকর্তা
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

২০১৬-১৭ অর্থবছরের উদ্ভাবনী ধারণা

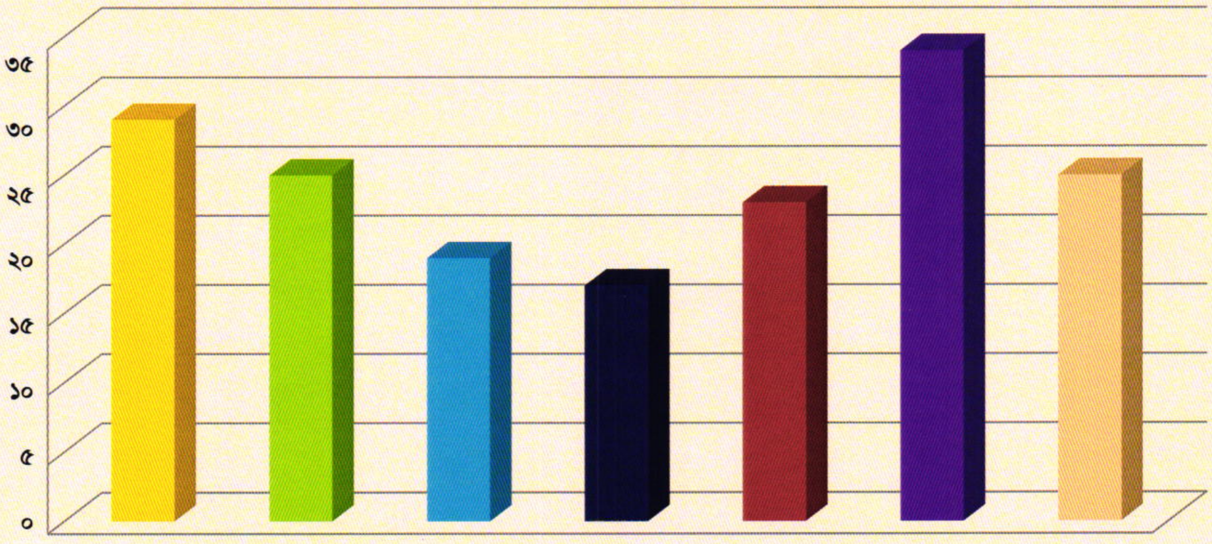

	ঢাকা	রাজশাহী	চট্টগ্রাম	খুলনা	বরিশাল	সিলেট	রংপুর
উদ্ভাবন সংখ্যা	২৯	২৫	১৯	১৭	২৩	৩৪	২৫

■ মোট উদ্ভাবন ১৭২ টি ■ সমাপ্তির শেষ তারিখ : ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭

২০১৭-১৮ অর্থবছরের উদ্ভাবনী ধারণা

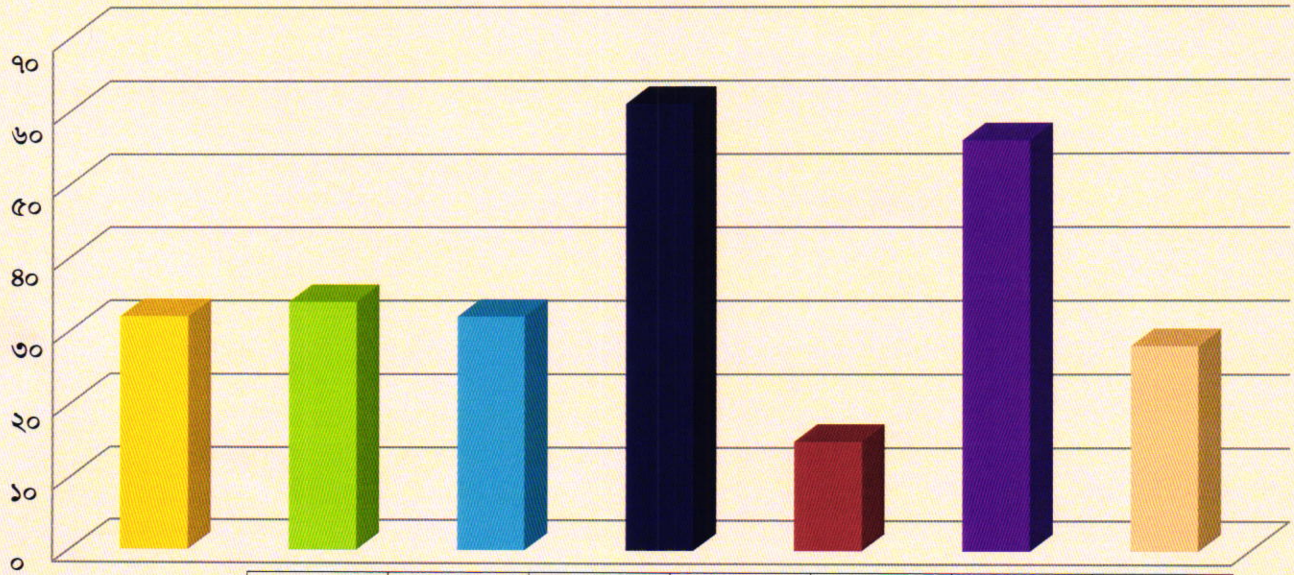

	ঢাকা	রাজশাহী	চট্টগ্রাম	খুলনা	বরিশাল	সিলেট	রংপুর
উদ্ভাবন সংখ্যা	৩২	৩৪	৩২	৬১	১৫	৫৬	২৮

■ মোট উদ্ভাবন ২৫৮ টি ■ সমাপ্তির শেষ তারিখ : ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮

২০১৯-২০ অর্থবছরের মাঠ পর্যায়ের উদ্ভাবনী ধারণা

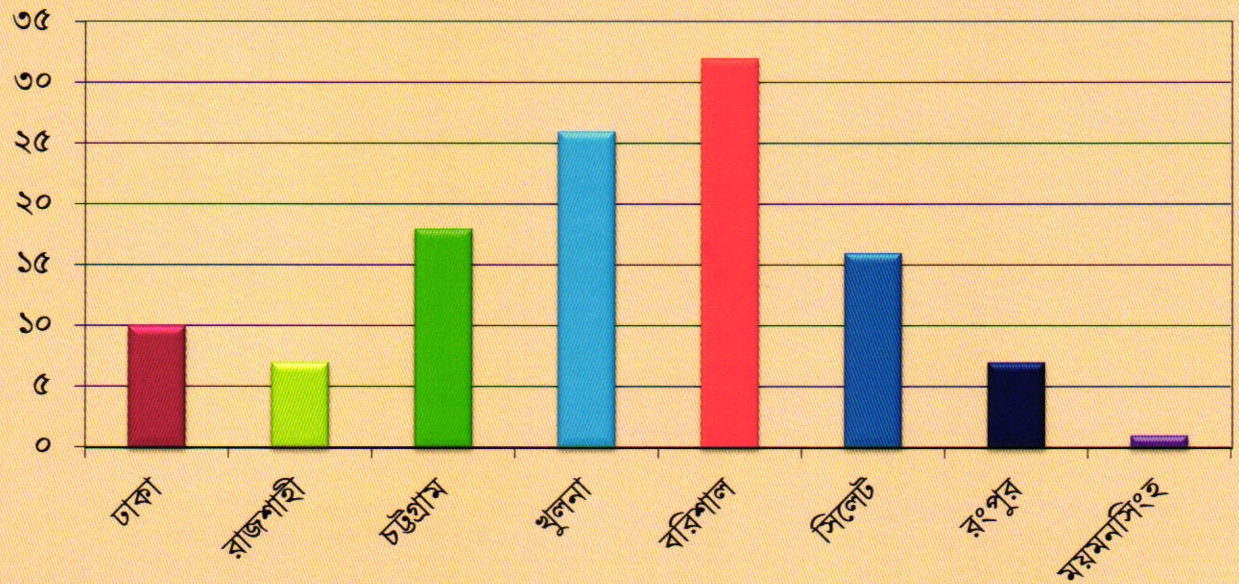

বিভাগ	ঢাকা	রাজশাহী	চট্টগ্রাম	খুলনা	বরিশাল	সিলেট	রংপুর	ময়মনসিংহ
উদ্ভাবন সংখ্যা	১০	৭	১৮	২৫	২৯	১৬	৭	১

■ মোট উদ্ভাবন ১১৩ টি ■ সমাপ্তির শেষ তারিখ : ৩১ ডিসেম্বর ২০২০

২০২০-২১ অর্থবছরের মাঠ পর্যায়ের উদ্ভাবনী ধারণা

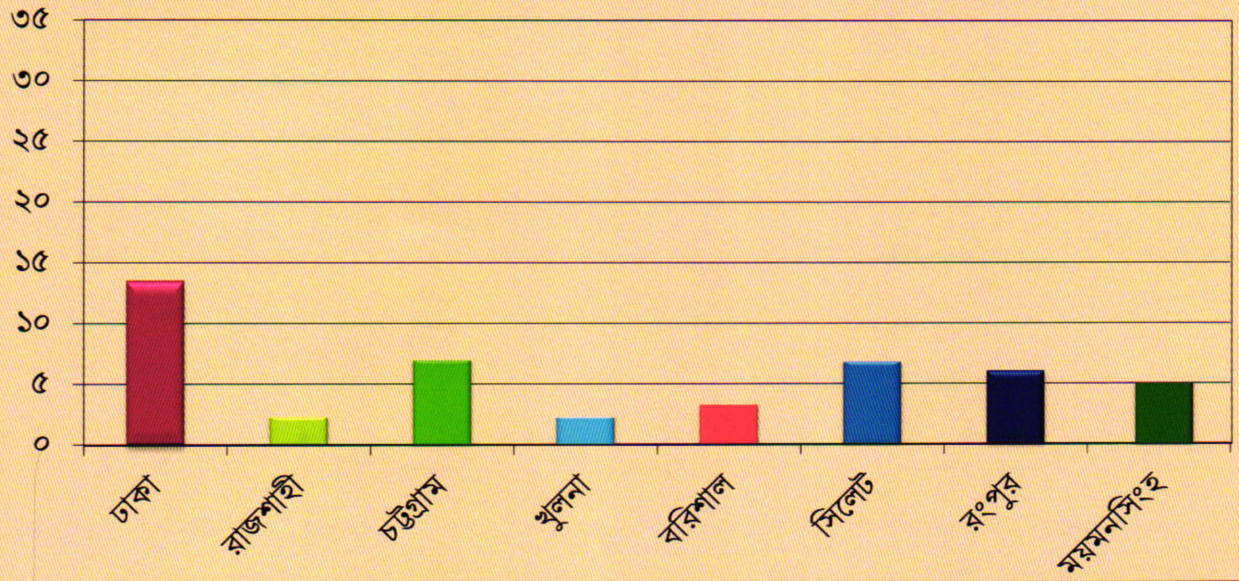

বিভাগ	ঢাকা	রাজশাহী	চট্টগ্রাম	খুলনা	বরিশাল	সিলেট	রংপুর	ময়মনসিংহ
উদ্ভাবন সংখ্যা	১৪	২	৭	২	৩	৭	৬	৫

■ মোট উদ্ভাবন ৪৬ টি ■ সমাপ্তির শেষ তারিখ : ৩০ জুন ২০২১

আপনার উদ্ভাবন আমরা করব বাস্তবায়ন...

কো-মেন্টরিং

ক্রঃনং	বিভাগের নাম	মেন্টরের নাম, পদবী, ফোন নম্বর ও ই-মেইল নম্বর	কো-মেন্টরের নাম পদবী, ফোন নম্বর	দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলা
১	রাজশাহী	জনাব মোঃ আতাউর রহমান সহকারী পরিচালক ০১৭১২১০৬৩৬৯ ataur.prog3@gmail.com	(১) সোনালি সরকার, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, বগুড়া ০১৭১১৯৮১৯৪০	বগুড়া, জয়পুরহাট নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ
			(২) জনাব মো: আব্দুল মোমেন, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, রাজশাহী ০১৭১১৩০৯১২৫,	রাজশাহী, নাটোর চাপাইনবাবগঞ্জ, পাবনা
২	রংপুর	মোসাম্মাদ রোখসানা হায়দার শিক্ষা অফিসার, ০১৫৫২৪৫৫০৬৬ rokshanahayder@gmail.com	(১) জনাব জিয়াসমিন আক্তার, শিক্ষা অফিসার ডিডি অফিস, রংপুর ০১৭১৮৯৯৫২৩৮	দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও নীলফামারী, পঞ্চগড়
			(২) জনাব মোঃ সাইফুজ্জামান, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, দিনাজপুর ০১৭১১৩৯৭৪৮০	কুড়িগ্রাম,রংপুর লালমনিরহাট, গাইবান্ধা
৩	ঢাকা	জনাব মোঃ ফিরোজ কবির গবেষণা কর্মকর্তা, ০১৭১২০৯০১৫০ firozdpe2000@gmail.com	(১) জনাব জিয়া উদ্দিন আহমেদ, এডিপিইও, মানিকগঞ্জ ০১৭১৬৮০১১৮৬	মানিকগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, শরীয়তপুর ফরিদপুর, মাদারীপুর, রাজবাড়ী
		জনাব মো: শরীফ উল ইসলাম শিক্ষা অফিসার (সাধারণ প্রশাসন) ০১৭২২৯২৫২০৬ sharifulislamdpe@gmail.com	(২) জনাব সাঈদা ইরানী, টিইও, লালবাগ, ঢাকা ০১৯২৪৯৪৬০৪৭	কিশোরগঞ্জ, ঢাকা, নারায়নগঞ্জ মুন্সিগঞ্জ, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, নরসিংদি
৪	ময়মনসিংহ	**জনাব কানিজ ফাতেমা** **শিক্ষা অফিসার (সাধারণ প্রশাসন)** ০১৭৩২৩৯৪৭৭০ ueokaniz@gmail.com	(১) জনাব মো: শফিকুল ইসলাম, শিক্ষা অফিসার ডিডি অফিস ময়মনসিংহ, ০১৭৪৬৬২৬৮২৪	ময়মনসিংহ, শেরপুর
			(২) জনাব মো: এমদাদুল হক, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ময়মনসিংহ, ০১৭১৬৯৯১৫৩৬	জামালপুর, নেত্রকোনা
৫	চট্টগ্রাম	জনাব আজহারুল ইসলাম, শিক্ষা অফিসার, ০১৭১২০৭৪৫১২ azislam1973@gmail.com	(১) তাপস কুমার পাল, শিক্ষা অফিসার, ডিডি অফিস, চট্টগ্রাম ০১৭১৬৮০৪৭২৭	চট্টগ্রাম, কক্সাজার, রাঙ্গামাটি খগড়াছড়ি, বান্দরবান
		জনাব ইসমাইল হোসেন, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা ০১৬১৫৫৫৫৬৫৫, ismail.dpegovbd@gmail.com	(২) কাজী মফিজ উদ্দিন আহমেদ, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, কুমিলা, ০১৭১২২২২৭২২	ব্রাহ্মনবাড়িয়া, কুমিল্লা, চাঁদপুর লক্ষিপুর, নোয়াখালী, ফেনী
৬	খুলনা	জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান শিক্ষা অফিসার ০১৭১১-২৪৫৬৬২	(১) **জনাব মো: আশরাফুল ইসলাম, শিক্ষা অফিসার ডিডি অফিস, খুলনা ০১৭১০৩২৮৪৯০**	নড়াইল, মাগুড়া, যশোর খুলনা, বাগেরহাট
		জনাব মোঃ জিন্নাত আলী বিশ্বাস গবেষণা কর্মকর্তা, ০১৬৮৯১৫১৭৬০ zabiswas71@gmail.com	(২) জনাব মোঃ অহিদুল ইসলাম, উপজেলা শিক্ষা অফিসার তালা, সাতক্ষীরা, ০১৭১৫৮২০০৬	কুষ্টিয়া, সাতক্ষীরা, মেহেরপুর চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদাহ
৭	সিলেট	**জনাব মো: শরীফ উল ইসলাম** **শিক্ষা অফিসার (সাধারণ প্রশাসন)** ০১৭২২৯২৫২০৬ sharifulislamdpe@gmail.com	(১) জনাব মারূফ আহমেদ চৌধুরী, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, মৌলভীবাজার, ০১৭১২১৬৭৭৯৬	সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার
			(২) কিশলয় চক্রবর্তী, শিক্ষা অফিসার ডিডি অফিস, সিলেট ০১৭১২১৬১৪৩৪	সিলেট, হবিগঞ্জ
৮	বরিশাল	জনাব নিরঞ্জন কুমার রায় শিক্ষা অফিসার, ০১৭১১০৬২৭৮০ niranjanroy69@gmail.com	(১) জনাব মো: জামাল হুসাইন খান, শিক্ষা অফিসার ডিডি অফিস, বরিশাল,	বরগুনা, ভোলা, পটুয়াখালী
			(২) জনাব মো: জাহিদুল কবীর তুহিন, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, বারিশাল, ০১৭১৬২২৪৬৯৯	বরিশাল, পিরোজপুর ঝালোকাঠি

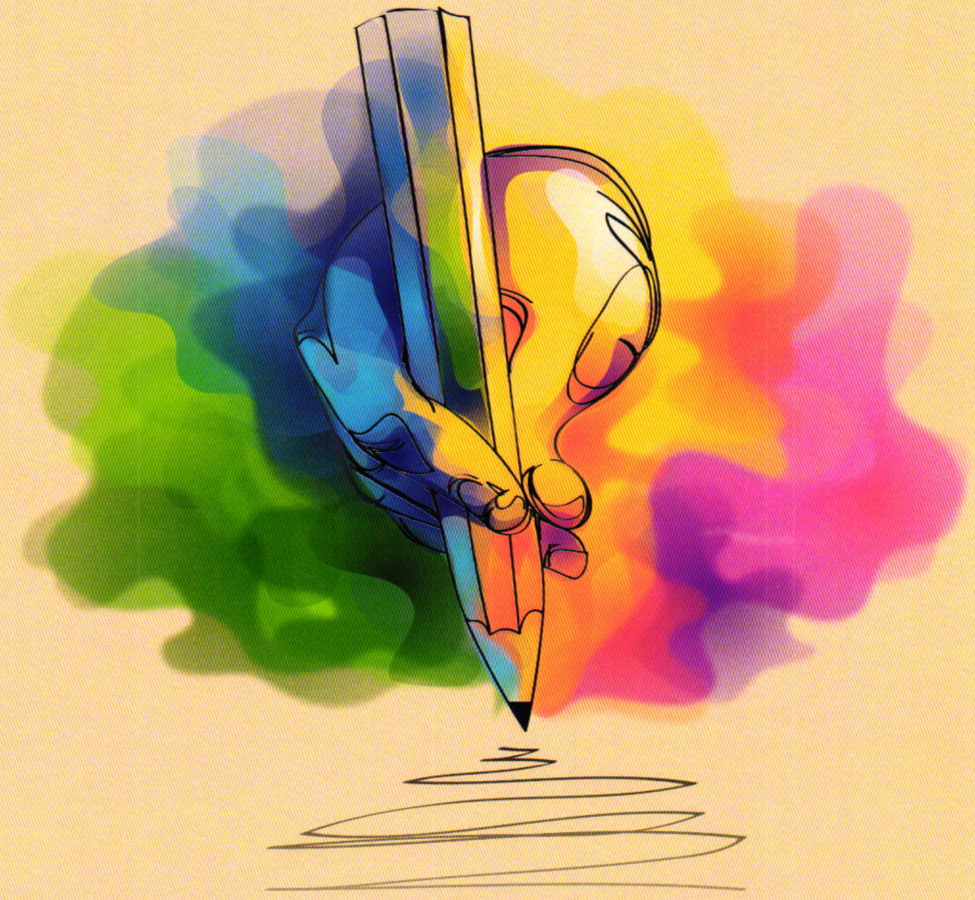

২০২০-২১ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য ইনোভেশন ও এসআইপিসমূহ

২০২০-২১ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য আইডিয়া সমূহ

ক) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়:

ক্র: নং	আইডিয়ার নাম	উদ্ভাবক
১	ওয়ান ডে ওয়ান ওয়ার্ড (One Day One Word)	জনাব মোঃ আকরাম-আল-হোসেন, সিনিয়র সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
২	ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের কোভিড-১৯ মোকাবেলায় সম্যক ধারণা প্রদান	মোঃ তাজুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
৩	ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে পাঠদান কার্যক্রম চালু রাখা	মোঃ তাজুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
৪	অনলাইনের স্টোর ম্যানেজমেন্ট	ইনোভেশন টিম, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
৫	অনলাইনের মাধ্যমে বিদেশ গমনে ইচ্ছুক ছাত্র/ছাত্রীদের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর ইংরেজি ভাষায় সার্টিফিকেট প্রেরণ	ইনোভেশন টিম, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
৬	Small Improvement Project (SIP) এর তালিকা তৈরী	ইনোভেশন টিম, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
৭	অধীনস্ত দপ্তর ও সংস্থাগুলোর উদ্ভাবনী ধারণা ও উদ্যোগ পরিদর্শন ও মূল্যায়ন	ইনোভেশন টিম, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
৮	অনলাইন নিউজপোর্টাল	ইনোভেশন টিম, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

খ) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর:

ক্র: নং	আইডিয়ার নাম	উদ্ভাবক
১	**করোনা তথ্য বাতায়ন/করোনা আপডেট**	মো: শরীফ উল ইসলাম, শিক্ষা অফিসার, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
২	**সৃজন**	কিশলয় চক্রবর্তী, শিক্ষা অফিসার, বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, সিলেট
৩	**অনলাইনে ডিপিএড সার্টিফিকেট ট্রিট**	এ, কে, এম তৈফিকুর রহমান, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, কুড়িগ্রাম।
৪	**ডিপিএড প্রশিক্ষণ সহায়িকা**	মোঃ কাসেম আলী, সহকারী শিক্ষক, খেলারভিটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।
৫	**বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ডাটাবেস প্রোগ্রাম**	মো: সাইফুল্লাহ সরোয়ার, সহকারী শিক্ষক, ভূমিরখীল সপ্রাবি, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম
৬	**করোনাকালীন পড়াশোনার ক্ষতিপূরণ**	মো: মাসুদুল হাসান, উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার, হাকিমপুর, দিনাজপুর
৭	**সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটবো মোরা ফুটবো গো**	জিয়াউদ্দিন আহাম্মদ, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, মানিকগঞ্জ
৮	সমানুভুতি বৃক্ষ	সুবর্না রায় লিপা, সহকারী শিক্ষক, বোয়ালমারী, ফরিদপুর
৯	ডিপিএড শিক্ষার্থীদের পিটিআইতে প্রশিক্ষণকালে নৈমিত্তিক ছুটি গ্রহণে নিরুৎসাহিতকরণ	মোঃ কারুজ্জামান, সুপারিনটেনডেন্ট, পিটিআই ঢাকা
১০	করোনা কালীন শিক্ষা: প্রতিযোগিতা ও আনন্দে	খায়রুন নাহার লিপি, সহকারী শিক্ষক, আরসি সপ্রাবি
১২	শিশুকেন্দ্রিক পরীমঞ্চ কার্যক্রম	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার, কালিয়াকৈর, গাজীপুর
১৩	শিশুকেন্দ্রিক পকেট কার্ড বোর্ড	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার, কালিয়াকৈর, গাজীপুর
১৪	ভালো কথার মালা	সুবর্না রায় লিপা, সহকারী শিক্ষক, বোয়ালমারী, ফরিদপুর
১৫	সুস্থ্য দেহ গড়ি, মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করি	শাহনেওয়াজ পারভীন, উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার, টাঙ্গাইল
১৬	আমার অভিধান ও সেরা ওয়ার্ড মাষ্টার নির্বাচন	শামীম আল মাসুদ রানা, সহকারী শিক্ষা অফিসার, সখিপুর, টাঙ্গাইল
১৭	শতভাগ পড়ার দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম (রিডিং স্কিল ডেভেলপমেন্ট এক্টিভিটি)	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার, কালিয়াকৈর, গাজীপুর
১৮	লেসন প্লান সহজীকরণ কার্যক্রম	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার, কালিয়াকৈর, গাজীপুর
১৯	শুদ্ধাচার সংসদ	মোঃ রফিকুল ইসলাম, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ
২০	মোবাইল অ্যাপসে লেখাপড়া	মোঃ আসাদুর রহমান, সহকারী শিক্ষক, ধামইরহাট, নওগাঁ
২১	আমার পড়া আমার বোর্ড	সরকার মোঃ রিয়াজুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষা অফিসার, নাচোল, চাপাইনবাবগঞ্জ
২২	কেবল টেলিভিশন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দৈনন্দিন পাঠদান সম্প্রচার	মোহাঃ আমিরুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষক, মিরপুর, কুষ্টিয়া
২৩	***Holiday descriptive display board***	মোহাঃ আমিরুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষক, মিরপুর, কুষ্টিয়া
২৪	ফেলনা জিনিসে তৈরী গাছ, শব্দ শিখায় বারোমাস	মোহাম্মদ কাউসার আলম, প্রধান শিক্ষক, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর
২৫	করোনাকালীন টিভি বিহীন ও মোবাইল নেটওয়ার্ক দুর্বল এলাকায় পাঠদান চালু	সঞ্চয় চাকমা, সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি
২৬	বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা (ডাটাবেস সফটওয়ার)	মোঃ সাইফুল্লাহ সরোয়ার, সহকারী শিক্ষক, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম
২৭	লাল সবুজ পতাকা ধরি ছুটির আনন্দে যাবো বাড়ি	মোঃ আজাদ ইকবাল পারভেজ, প্রধান শিক্ষক

২০২০-২১ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য আইডিয়া সমূহ

ক্র: নং	আইডিয়ার নাম	উদ্ভাবক
২৮	প্রাক প্রাথমিক মায়েদের বর্ণ পরিচয়	রাশেদা আখতার, প্রধান শিক্ষক, দাগনভূঞা, ফেনী
২৯	অ্যাকশন রিসার্চ (কর্ম-সহায়ক গবেষণা) পরিচালনায় প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের সহায়তা প্রদান	হোসাইন মোহাম্মদ এমরান, ইন্সট্রাক্টর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম
৩০	প্রান্তিক শিক্ষার্থীর মেমরী কার্ডে শিখন ঘাটতি পূরণ	সোমা দত্ত, সহকারী শিক্ষক, মাধবপুর হবিগঞ্জ
৩১	কোলাজ ডায়েরি	লাকী বিশ্বাস, সহকারী শিক্ষক, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ
৩২	স্টার বয়/গার্ল নির্বাচন	লাকী বিশ্বাস, সহকারী শিক্ষক, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ
৩৩	ভার্চুয়াল বন্ধু	রিবন রানী দাশ, সহকারী শিক্ষক, লাখাই, হবিগঞ্জ
৩৪	মূল্যবোধ বৃক্ষ	রিবন রানী দাশ, সহকারী শিক্ষক, লাখাই, হবিগঞ্জ
৩৫	শব্দঝুড়ি	নাসরীন আক্তার খানম, অন্যান্য, সুনামগঞ্জ সদর, সুনামগঞ্জ
৩৬	শিক্ষকবৃন্দের পাঠদানের অডিও ও ভিডিও প্রান্তিক শিক্ষার্থীদের প্রদান করে করোনাকালীন পাঠদান চালু রাখা	মোঃ মাসুদুল হাসান, উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার, হাকিমপুর, দিনাজপুর
৩৭	১ম থেকে ৪র্থ শ্রেনির সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-ব্যাংক সরবরাহের মাধ্যমে শিখন- শেখানো কার্যক্রম জোরদার করণ	মোঃ ইলিয়াস, প্রধান শিক্ষক, সৈয়দপুর, নীলফামারী
৩৮	Recover Team	মোছাঃ শিরিন আক্তার, সহকারী শিক্ষক, ফুলবাড়ি, দিনাজপুর
৩৯	মুজিববর্ষে শিশুদের চোখে বঙ্গবন্ধু	দেবনাথ দাশ, প্রধান শিক্ষক, বিরল, দিনাজপুর
৪০	প্রতিটি বিদ্যালয়ে মূল্যবোধ বোর্ড স্থাপন	দেবনাথ দাশ, প্রধান শিক্ষক, বিরল, দিনাজপুর
৪১	আমার খাতা আমার কলম (শিক্ষার্থীদের ফ্রি ব্যবহারের জন্য)	মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, প্রধান শিক্ষক, কেন্দুয়া, নেত্রকোণা
৪২	এসো মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনি	শাহরিয়ার পারভেজ, সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার, ঝিনাইগাতী, শেরপুর
৪৩	মায়ের ফোনে আমার স্কুল	বোরহান উদ্দিন আহম্মেদ, প্রধান শিক্ষক, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ
৪৪	গণিত আনন্দ বোর্ড স্থাপন ও গণিত উৎসব উদ্ভাবনী ধারণা	মোঃ শওকত আলী খান, সহকারী শিক্ষা অফিসার, পটুয়াখালী সদর
৪৫	কর্মরত শিক্ষককে এলাকা ভিত্তিক দায়িত্ব অর্পণ	মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, প্রধান শিক্ষক, বরগুনা সদর, বরগুনা
৪৬	জুম অ্যাপ অথবা সিস্টেমিয়ার্ড এর মাধ্যমে পাঠদান	ফেরদৌসী আকতার রুমা, সহকারী শিক্ষক, বরগুনা সদর, বরগুনা

উদ্ভাবন বিষয়ক প্রশিক্ষণ/কর্মশালা

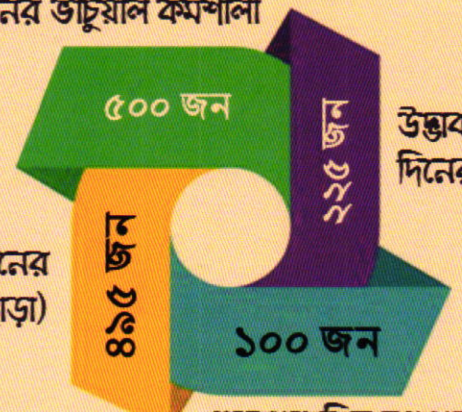

চলতি অর্থবছরের উদ্ভাবনী গল্প

করোনা তথ্য বাতায়ন/করোনা আপডেট

উদ্ভাবক: মো: শরীফ উল ইসলাম, শিক্ষা অফিসার, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস বদলে দিয়েছে পৃথিবী। ফলে নতুন নিয়মে কষতে হচ্ছে সকল সমীকরণ। প্রাথমিক শিক্ষা পরিবারও এর বাইরে নয়। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি আমাদের সামনেও একসঙ্গে ছুড়ে দিয়েছে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ। প্রথম চ্যালেঞ্জটি হলো সুস্থতা ও সুরক্ষা। প্রতিনিয়ত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন আক্রান্ত কর্মকর্তা, শিক্ষক, কর্মচারী এবং শিক্ষার্থীর তথ্য সংগ্রহ করা, নিয়মিত তাঁদের তথ্য হালফিল রাখা, সর্বোপরি আক্রান্তদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের করা আমাদের জন্য বিশাল এক চ্যালেঞ্জ। দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জটি হলো কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতেও শিখন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে বিভিন্ন মাধ্যমে সম্প্রচারকৃত কন্টেন্ট বা পাঠগুলো সংরক্ষণের জন্য একীভূত প্লাটফরম চালু। তৃতীয় চ্যালেঞ্জ হলো মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর হতে সময় সময় কোভিড-১৯ সংশিষ্ট নির্দেশনার একীভূতকরণ যাতে প্রাথমিক শিক্ষা পরিবারের বিশাল সদস্যকে নির্দেশনাগুলো পাওয়ার জন্য আলাদা আলাদা প্লাটফর্মে নেবিগেইট করতে না হয়। চতুর্থ চ্যালেঞ্জটি হলো কোভিড-১৯ মোকাবেলায় প্রাথমিক শিক্ষা পরিবারের সদস্যদের কাছে সহজবোধ্য এবং সঠিক তথ্যসমৃদ্ধ কিছু টিভিসি/ভিডিও সরবরাহ করা যাতে করে তারা স্বাস্থ্য বিধি মানতে পারে এবং সচেতন হতে পারে। পঞ্চম চ্যালেঞ্জটি হলো উপরে উলেখিত ইস্যুগুলোর সমন্বয়সাধন। বিচ্ছিন্নভাবে ইস্যুগুলো এড্রেস করার ফলে একদিকে যেমন অপারেশনাল সমস্যা বাড়ছে অন্যদিকে ম্যানেজমেন্ট ও জটিল আকার ধারণ করছে। এমন প্রেক্ষাপটেই মূলত: "করোনা তথ্য বাতায়ন" ওয়েব পোর্টালটির আবির্ভাব। "করোনা তথ্য বাতায়ন" এক অনলাইন পোর্টাল যেখানে কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত প্রাথমিক শিক্ষা পরিবারের কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী বর্তমান স্ট্যাটাস জানতে পারবেন, হটলাইনে যোগাযোগ করে পেতে পারেন প্রয়োজনীয় সহায়তা; এখানে সন্নিবেশিত আছে পাঠদান অব্যাহত রাখার জন্য গৃহীত সকল উদ্যোগ, সন্নিবেশিত আছে কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবেলায় জারিকৃত সকল নির্দেশনা এবং সুরক্ষা সংশিষ্ট সকল ভিডিও। একক মন্ত্রণালয় হিসেবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ই প্রথমবারের মতো এমন একটি ওয়েব পোর্টাল ডেভোলাপ করেছে যেখানে কোভিড-১৯ সংশিষ্ট যাবতীয় প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাদি এবং গৃহীত উদ্যোগগুলো ইন্টিগ্রেটেড ওয়েতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

সৃজন

উদ্ভাবক: কিশলয় চক্রবর্তী, শিক্ষা অফিসার, বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, সিলেট

আমাদের বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম দ্বারা পরিচালিত হয় যা সারা বিশ্বে একটি অনন্য উদাহরণ। এখানে শিক্ষার্থীদের অর্জিত যোগ্যতা পরিমাপের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম বিষয়ে আমাদের অনেকের স্পষ্ট ধারণা নেই। তাই আমরা শিক্ষার্থীদের অর্জিত যোগ্যতা সঠিকভাবে পরিমাপ করতে পারিনা। এমন উপলব্ধি থেকেই সৃজনের আবির্ভাব। সৃজন একটি শিক্ষামূলক ওয়েবপোর্টাল যেখানে শিক্ষকরা যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমে দক্ষতা অর্জন করে কোন শিশু কোন যোগ্যতা অর্জন করল তা পরিমাপ করে কিছুদিন পরপর তা সফটওয়ারে আপলোড করবেন। কোন শিক্ষার্থী কোন যোগ্যতা (শিখনফলের মাধ্যমে পরিমাপকৃত) অর্জন না করতে পারলে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা অর্জন করিয়ে তা সফটওয়ারে পুনরায় আপলোড করবেন। এভাবে আমরা যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমে সফলতা লাভ করার মাধ্যমে জাতীয় কৃতি অভিক্ষায় আমাদের শিক্ষার্থীরা ভাল করতে পারবে। শিক্ষার্থীর যোগ্যতা অর্জনও মনিটরিং করা যাবে সহজে। শিক্ষকরা প্রতিদিনের পাঠ (শিক্ষক সংস্করণ অনুসারে) সফটওয়ারে (পাঠ্যাংশ, পাঠের শিরোনাম, শিখনফল ইত্যাদি) নির্বাচন করে সহজেই সংক্ষিপ্ত লেসন নোট তৈরি করতে পারেন। উল্লেখ্য, এখানে শিক্ষক সংস্করণের পাঠ বিভাজন অনুসারে ডাটাবেইজ করা হয়েছে। পূর্বে শিক্ষকরা বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা ও লেসনপান অনুসারে পাঠদান করছেন কিনা জানা যেত না, শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা অর্জনের হার জানা যেত না। কিন্তু এখন শিক্ষকরা বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা ও লেসনপান অনুসারে পাঠদান রছেন কিনা জানা যাবে এবং শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা অর্জনের হার জানা যাবে। শিক্ষকরা সহজেই পাঠ-পরিকল্পনা তৈরি করে পাঠদান করতে পারবেন এতে সময় সাশ্রয় হবে, শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার গুনগত মান বৃদ্ধি পাবে।

চলতি অর্থবছরের উদ্ভাবনী গল্প

অনলাইনে ডিপিএড সার্টিফিকেট ট্রিট

উদ্ভাবক : এ, কে, এম তৈফিকুর রহমান, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, কুড়িগ্রাম।

একদিন আমি অফিসে বসে দাপ্তরিক কাজ করছিলাম। এমন সময় একজন শিক্ষক আমার কক্ষে এসে একটি আবেদনসহ ডিপিএড সার্টিফিকেট ট্রিট করার জন্য কাগজ জমা দিলেন এবং অনুরোধ করলেন তার কাজটি যাতে দ্রুত হয়। শিক্ষকের কাজে জানতে চাইলাম সে কোন উপজেলার শিক্ষক। তিনি জানালেন তিনি কুড়িগ্রাম জেলাধীন রাজিবপুর উপজেলার শিক্ষক। চর রাজিবপুর একটি দুর্গম এলাকা। সড়ক পথে যাতায়াতের কোন ব্যবস্থা না থাকায় গতকাল ব্রক্ষপুত্র নদ পার হয়ে কুড়িগ্রাম এসেছিল এবং কুড়িগ্রাম শহরের একটি আবাসিক হোটেলে রাত্রী যাপন করেন। আজ সকালে তিনি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে এসেছেন এবং আবেদনসহ কাগজ জমা দিলেন। এরপর বিকালে নৌকায় আবার রাজিবপুরে ফিরে যাবার মনস্থির করেছেন। এই কাজটির জন্য তার যাওয়া আসা বাবদ এবং থাকা খাওয়া বাবদ প্রায় ২০০০ টাকা খরচ হয় এবং সময় লাগে প্রায় ৩দিন। আমি একজন কর্মকর্তা হিসাবে বিষয়টি কিভাবে সহজে সমাধান করা যায় এবং দুর দুরান্ত থেকে শিক্ষক কুড়িগ্রাম জেলায় না এসে সেবাটি কিভাবে শিক্ষকের ঘরে পৌছে দেয়া যায়, শিক্ষকের যাতে কোন হয়রানী, সময় এবং অর্থ খরচ না হয়। এই বিষয়টি মাথায় রেখে আমি একটি ওয়েবসাইট ডিজাইন করি। একজন শিক্ষক ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ঘরে বসে ডিপিএড সার্টিফিকেট ট্রিট এর জন্য এখন আবেদন করতে পারেন। আবেদনটি যাচাই বাছাই করে জেলা হতে ট্রিট করে দেয়া হয়। এবং তার কাজটি সম্পন্ন হয়েছে মর্মে শিক্ষকের মোবাইলে মেসেজ ও শিক্ষকের ব্যাক্তিগত ই-মেইলে অফিস আদেশটি পাঠানো হয়। শিক্ষক তার অফিস আদেশটি প্রিন্ট করে নিতে পারে। সেবাটি অনলাইনে দেওয়ায় দুরদুরান্ত/দুর্গম এলাকা থেকে সেবাটি নেওয়া জন্যে জেলা সদরে শিক্ষকের আসার প্রয়োজন হয় না। শিক্ষক তার নিজ এলাকা থেকে সেবাটি পাচ্ছেন। কুড়িগ্রাম জেলায় ৯টি উপজেলা রয়েছে। এই উপজেলায় ১২৪০ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। বর্তমানে কর্মরত শিক্ষক প্রায় ৯৫০০। প্রায় ৬৫০ প্রাথমিক বিদ্যালয় অত্যান্ত দুর্গম চরাঞ্চলে অবস্থিত। এই উদ্ভাবনী আইডিয়াটি বাস্তবায়িত হওয়ায় এই বিদ্যালয়গুলো হতে উপজেলা এবং জেলা সদরে আসার জন্য একজন শিক্ষকের যাতায়াত বাবদ খরচ ও সময় এই সাশ্রয় হয়েছে। বর্তমানে শিক্ষকগণ বিনা খরচে সেবাটি ১-২ দিনের মধ্যে পাচ্ছেন। শিক্ষক পেশাগত দায়িত্ব পালনে অধিক মনোনিবেশ করতে পাচ্ছেন।

ডিপিএড প্রশিক্ষণ সহায়িকা

উদ্ভাবক: মোঃ কাসেম আলী, সহকারী শিক্ষক, খেলারভিটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।

বাংলাদেশে ৬৭টি পিটিআই দুই শিফটে প্রায় ৪০,০০০ প্রশিক্ষণার্থী রয়েছে। প্রতি শিক্ষাবর্ষে ডিপিএড তথ্যপুস্তক পিটিআইতে পৌছাতে কয়েক মাস সময় লাগবে। তদুপরি তথ্য পুস্তকগুলো আয়তনে অনেক বড় ও ওজন বেশি হওয়ায় সব সময় বই গুলো বহন করা সম্ভব হয় না। অনেকেই ডিপিএড বইগুলোর পিডিএফ ফাইল তাদের মোবাইলে নিয়ে ক্লাস করে। অনেকের মোবাইলে পিডিএফ রিডার না থাকায় বইগুলো পড়তে সমস্যা হয়। এমতাবস্তায় ডিপিএড এর সকল বই, নেপ এর প্রয়োজনীয় লিংক, পিটিআই এর প্রয়োজনীয় তথ্য একটি মোবাইলের Android App এর বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করি। তখন আমার মাথায় একটি চিন্তা আসল যদি পিডিএফ ফাইলগুলোকে একত্রিত করে একটি Android App তৈরী করা যায় তাহলে প্রশিক্ষণার্থীরা App টি ডাউনলোড করে সহজেই ব্যবহার করতে পারবে। ইতোমধ্যে Covid-19 মহামারীতে পুরো শিক্ষা ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তখন আমি একটি এন্ড্রোয়েড এপস ডিজাইন করি। এরপর Android App টি Devlop শুরু করি। কয়েকদিনের মধ্য Android App টির ১টি মডিউল Devlop সম্পন্ন হলে Android App টি Google Play Store এ Upload করি। আমার পিটিআইয়ের প্রায় ৪৫০ প্রশিক্ষার্থী এপসটি ডাউনলোড করে ব্যবহার শুরু করে। Covid-19 পরিস্থিতিতে সারা দেশে সকল পিটিআইতে অনলইন ক্লাস চালু হয়। যার ফলশ্রুতিতে অনেক পিটিআইয়ের প্রশিক্ষাণার্থীরা Android App টি ডাউনলোড করে। অনলাইন ক্লাসে Android App সহায়ক হওয়ায় অনেক প্রশিক্ষাণার্থী ইতিবাচক সাড়া দেয়। এরপর Android App টির আরো নতুন কয়েকটি মডিউল সংযুক্ত করি। আজ বাংলাদেশের সকল ডিপিএড প্রশিক্ষণার্থী সহজেই ঘড়ে বসে অনলাইন এ বসে বই পড়ছে।

চলতি অর্থবছরের উদ্ভাবনী গল্প

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ডাটাবেস পোগ্রাম

উদ্ভাবক: মো: সাইফুল্লাহ সরোয়ার, সহকারী শিক্ষক, ভূমিরখীল সপ্রাবি, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম

বর্তমান সরকার শিক্ষা বান্ধব। তাঁরই নিরিখে প্রাথমিক শিক্ষা স্তরকে যুগোপযোগী ও ডিজিটাইলেজেশন করার যে সকল অনবদ্য পরিকল্পনা যার মধ্যে বেশির ভাগই মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত। এ মধ্যে উলেখযোগ্য হলো শিক্ষার্থীদের শতভাগ উপবৃত্তি প্রদান, আধুনিক ভৌত-অবকাঠামো সম্পন্ন বিদ্যালয় ভবন, আইসিটি কক্ষ নির্মান, আধুনিক সরঞ্জাম দ্বারা সুসজ্জিত শ্রেণি কক্ষ, স্লিপ বরাদ্দ ও ক্ষুদ্র মেরামত সহ আরও অনেক। কিন্তু পরি তাপের বিষয় এই যে, বিদ্যালয়ভিত্তিক সরকার প্রদত্ত সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য, উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন চাহিত তথ্য প্রদান করতে গিয়ে এবং সনাতনি পদ্ধতিতে বিদ্যালয়ের রেকর্ডপত্র তৈরি ও সংরক্ষণে অনিচ্ছাকৃত সত্বেও শিখনে-শেখানো কার্যাবলি ব্যহত হয় এবং শ্রেণি পাঠদানে বিঘ্নতার সৃষ্টি হয়। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন রকম রেকর্ডপত্র তৈরি, সংরক্ষণ ও যথাসময়ে নির্ভুলভাবে তথ্য প্রেরণ করা অত্যাধিক দূরহ হয়ে পড়ে এবং যথাসময়ে প্রদান করা সম্ভব হয় না। এটি প্রাথমিক স্তরের শুধু একজন শিক্ষকের বাস্তব চিত্র নয়। যা সর্বসাকুল্যে সৃষ্ট সমস্যা। উপরোক্ত সমস্যাবলি বিবেচনা করে স্বল্প সময়ে, স্বল্প খরচে এবং শ্রেণি পাঠদানে ব্যাঘাত না ঘটিয়ে বিদ্যালয় পর্যায়ে যাবতীয় কাজ কিভাবে সহজে নির্ভুলভাবে তৈরি করা যায় সে চিন্তা ভাবনা থেকে এই ধারনা অর্থাৎ ডাটাবেস প্রোগ্রাম নিয়ে পথচলা। বর্তমান অবস্থায় ডাটাবেসটি ব্যবহার করে সহজে ভর্তি রেজিষ্টার প্রিন্ট করা যাবে এবং তথ্য যাচাই বাছাই করা যাবে। শুধুমাত্র ভর্তি ফর্ম অপশনে এন্ট্রিকৃত ডাটা ব্যবহার করে শিক্ষার্থী সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করা যাবে। শিক্ষার্থীর অসম্পূর্ণ তথ্য সহজেই চিহ্নিত করা যাবে। প্রাথমিক বিদ্যালয় ই-ব্যবস্থাপনায় ও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে তথ্য প্রদানের জন্য একাধিক শিক্ষকের সমন্বয়ে অধিক(কয়েক দিন) সময় ব্যয় করে তথ্য প্রস্তুত করতে হয়, সেখানে এক ক্লিকেই মুহূর্তেই তথ্য পাওয়া যাবে এবং প্রিন্ট পিডিএফ করা যাবে। হাতে লিখে ফলাফল প্রকাশ, ফলাফল রেজিষ্টার, পাঠোন্নতি বিবরণী প্রদান এবং ডেস্ক লেভেল লেখা সময় সাপেক্ষ ব্যপার। ডাটাবেস ব্যবহার করে নতুন ভাবে তথ্য এন্ট্রি প্রদান না করে খাতা মূল্যায়নের জন্য টপসিট সহ গ্রেডিং পদ্বতীতে ফলাফল প্রকাশ করা যাবে । কয়েক মিনিটেই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার্থীর জন্য ডিআর তৈরি করা যাবে। শ্রেণি ভিত্তিক দৈনিক উপস্থিতির তথ্য সংরক্ষণ করে রাখা যাবে। যেহেতু উক্ত ডাটাবেস প্রোগ্রামটি মাইক্রোসফ্ট এক্সে এ ডিজাইন করা হয়েছে সেহেতু শিক্ষকগণ সহজেই ব্যবহার করতে পারছে।

মেমোরি কার্ডে করোনাকালীন পাঠদান

উদ্ভাবক: মো: মাসুদুল হাসান, উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার, হাকিমপুর, দিনাজপুর

২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে সারা দেশে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষনা করা হয়। ধীরে ধীরে করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। সরকার কোমলমতি শিশুদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছুটির মেয়াদ বাড়াতে থাকে। দীর্ঘদিন স্কুল বন্ধ থাকার ফলে সরকার বিভিন্ন বিকল্প পদ্ধতিতে শিশুদের পড়াশোনার ক্ষতি কাটিয়ে উঠার উদ্যোগ নেয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে নানামূখী পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়। সংসদ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে শুরু হয় "ঘরে বসে শিখি" কার্যক্রম এছাড়া শিক্ষকবৃন্দ নিয়মিতভাবে শিশুদের পড়াশোনাসহ নিরাপত্তার বিষয়ে নিয়মিত খোঁজখবর রাখতে থাকেন। বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় স্বউদ্যোগে অনলাইন পাঠদান কার্যক্রম চলতে থাকে। সারাদেশের ন্যায় দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর উপজেলায়ও এসকল কার্যক্রম চলতে থাকে। কিন্তু অনেক দরিদ্র অভিভাবকের এন্ড্রয়েড ফোন, ইন্টারনেট সংযোগ, টেলিভিশন ও ক্যাবল সংযোগ না থাকায় তাদের সন্তানদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া কষ্টকর হয়ে পড়ে।

এমন প্রেক্ষাপটেই পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী দক্ষ শিক্ষকবৃন্দের পাঠদানের অডিও ও ভিডিও (কমদামী সহজলভ্য মোবাইল উপযোগী) রেকর্ড করে বিদ্যালয়ের ল্যাপটপের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মেমোরী কার্ডে কপি করে প্রান্তিক শিক্ষার্থীদের প্রদান করে করোনাকালীন পাঠদান কার্যক্রম চালু করা হয়। এ কার্যক্রমে একজন শিক্ষক ফোনে সপ্তাহে ২-৩ দিন নির্ধারিত সংখ্যক শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার খোঁজখবর নিবেন, বাড়ীর কাজ দিবেন, আদায় করবেন, পাঠোন্নতি "স্টুডেন্ট প্রোফাইল" রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করবেন এবং প্রধান শিক্ষকের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষকে অবগত করবেন। ফলে পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী অধ্যায় ভিত্তিক পাঠ শিশুরা সহজেই বুঝতে পারবে এবং অধিক সংখ্যক শিশু বিদ্যালয় বন্ধ থাকার ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে পারবে। করোনাকালীন শিশুদের পড়াশোনার ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে ইনোভেশন আইডিয়াটি বাস্তবায়নে বিষয়ভিত্তিক দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকবৃন্দের তালিকা প্রস্তুত করা হয়। শিক্ষক ও অভিভাবকবৃন্দের সাথে আলোচনা সভা ও কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয় এবং বিষয়ভিত্তিক দক্ষ শিক্ষকবৃন্দকে পাঠদানের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। ক্লাশের ভিডিও ও অডিও ধারনের জন্য ডিজিটাল স্টুডিও প্রস্তুত করা হয়। পাঠপরিকল্পনা অনুযায়ী মানসম্মত কন্টেন্টের আলোকে শিশুদের জন্য আকর্ষনীয় ও উপযোগী করে প্রতিটি বিষয়ে পাঠদানের ভিডিও ও অডিও ধারন করা হয় এবং Software এর মাধ্যমে অধিক Space (HD Resolution) বিশিষ্ট ভিডিও MP4 এ Convert করে কমদামী সকল মোবাইল ফোনে চলার উপযোগী করে শিক্ষকবৃন্দের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের ল্যাপটপে কপি করে শিশুদের মাঝ পৌছে দেওয়া হয়। এছাড়া শিশুর মনোদৈহিক সুরক্ষার কথা বিবেচনা করে একই সাথে করোনাকালীন শিশুর যত্ন, করনীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে শিক্ষকবৃন্দের মটিভেশনাল ভিডিও/অডিও তৈরি করে শিক্ষার্থীদের কাছে পৌছানো হয়।

চলতি অর্থবছরের উদ্ভাবনী গল্প

মায়ের ফোনে আমার স্কুল

উদ্ভাবক: বোরহান উদ্দিন আহমেদ, প্রধান শিক্ষক, হালুয়াঘাট দক্ষিণ সপ্রাবি, ময়মনসিংহ

মায়েদের মোবাইল ফোনের এসডি কার্ডে শ্রেণি ভিক্তিক ও বিষয়ভিক্তিক পাঠ লোড করে তাদের পাঠগুলো ধারাবাহিকভাবে দেখার সুযোগ করে দেওয়া। শিক্ষক বিষয় ভিক্তিক পাঠগুলো লোড করে দিবেন মা তার ফোনে ছাত্রছাত্রীদের অনুশীলন করার ব্যবস্থা করবেন। স্বাভাবিক শ্রেণি পাঠের পাশাপাশি মায়ের ফোনে শ্রেণি পাঠগুলো লোড থাকলে মায়েরা শিক্ষার্থীদের অধিক পরিমানে চর্চা করাতে পারবেন। শিক্ষার্থীদের পাঠ উন্নয়নে মায়েদের অংশগ্রহন বাড়বে। বারবার অনুশিলনের ফলে শিখনফল স্থায়ী হবে। বিদ্যালয়ের সাথে মায়েদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাবে। ঝড়ে পরার হার কমবে। পুনঃপুনঃ অনুশিলনের ফলে শিখনফল নিশ্চিত ও স্থায়ী হবে। বিদ্যালয় বন্ধকালীন সময়ে, অবসর সময়ে এবং যেকোন সুবিধাজনক সময়ে শিক্ষার্থীরা শিখন কার্যক্রমে যুক্ত থাকতে পারবে। সাম্প্রতিক কালে প্রত্বেক অভিভাবকই মোবাইল ফোন ব্যাবহার করেন এবং প্রত্বেকের মোবাইল ফোনেই এসডি কার্ড থাকে। এসডি কার্ডে সহজেই নিজেদের তৈরী করা ও বিভিন্ন উৎস হতে সংগ্রহ করা বিষয় ভিক্তিক পাঠ সমুহ ব্যাবহার করা সম্ভব।

করোনাকালীন শিক্ষা: প্রতিযোগিতা ও আনন্দে

উদ্ভাবক: খায়রুন নাহার লিপি, সহকারী শিক্ষক, মোহাম্মদপুর সপ্রাবি, ঢাকা

বাংলাদেশ সারা বিশ্বের মতো বৈশ্বিক মহামারীর সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। ২০২০ইং সালের ১৭ই মার্চ থেকে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ বাড়িতে অবস্থান করছেন। এমতাবস্থায়, একজন শিক্ষক হিসেবে শিক্ষার্থীদের পাঠের প্রতি মনোযোগী করার জন্য নিজের থেকেই নিজের উপর চাপ অনুভব করি। এমন পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের পাঠদান কিভাবে আরো আনন্দমুখর করে শিক্ষাগ্রহণে আরো মনোযোগী করা যায় এই চিন্তা থেকেই আমার এই উদ্ভাবনী ধারণার উৎপত্তি। প্রথম দিকে অল্প কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থীর মাঝে আমি আমার কার্যক্রম ছড়িয়ে দেই। ধীরে ধীরে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং পরবর্তী পাঠের বাড়ির কাজকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীর মাঝে ব্যাপক উৎসাহ সৃষ্টি হয়। একজন শিক্ষক হিসেবে এই বিষয়টিকে আমি চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করি। প্রধান শিক্ষক, সহকারি থানা শিক্ষা কর্মকর্তা ও থানা শিক্ষা কর্মকর্তার সহায়তা ও দিক নির্দেশনায় আমার নিজ বিদ্যালয়ে এই উদ্ভাবনী চিন্তার প্রয়োগ ঘটাতে সক্ষম হই। সপ্তাহের নির্দিষ্ট একটি দিনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে বিদ্যালয়ে বাড়িরকাজ জমা দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করি। প্রথমদিকে অল্প সংখ্যক শিক্ষার্থী সামাজিক দূরত্ব মেনে বাড়ির কাজ জমা দিত। শিক্ষার্থীদের জমাকৃত বাড়িরকাজ মূল্যায়ন করে প্রতি সপ্তাহে তিন জনকে বিজয়ী নির্বাচন করে তাদের নাম বিদ্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে নামের তালিকা ঝুলিয়ে দিই এবং ফোনে শিক্ষার্থীদের সামনে বিজয়ীদের নাম ঘোষনা করে পুরষ্কৃত করার ঘোষনা দেই। আমি প্রক্রিয়াটি ধারাবাহিক ভাবে চালিয়ে যাবার ঘোষনা দিই। এতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ বেড়ে যায়। আমি আমার উদ্ভাবনী চিন্তাটি বাস্তবায়নের জন্য আরো বেশি তাগিদ অনুভব করি। ধীরে ধীরে আমার শিক্ষার্থীর মাঝে বাড়িতে বসে বাড়ির কাজ নিয়মিত সম্পাদন করা এবং যেকোনো নতুন পাঠের প্রতি বিশেষ মনোযোগ লক্ষ্য করি। মনোযোগ ধরে রাখার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতিদিন বাড়ির কাজ প্রদান করি এবং বাড়িরকাজ দ্রুত মূল্যায়ন করে ফলাফল নোটিশ বোর্ডে ঝুলিয়ে রাখি ও ফোনে জানাই। শিক্ষার্থীদের দেওয়া বাড়ির কাজগুলো সংরক্ষণ করি। বিজয়ীদের মাঝে চকলেট, কলম ও টিফিন বক্স প্রদান করি। এর ফলে শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রতিযোগী মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে, আনন্দের সাথে পাঠগ্রহণে মনোযোগী হয়েছে, অধিক শিক্ষার্থী একসঙ্গে পাঠে সংযোগ স্থাপনে সহায়ক হয়েছে, শিক্ষার্থীদেরকে ধীরে ধীরে পাঠে সংযুক্ত রাখতে সক্ষম হয়েছি এবং নানা বৈচিত্রময় যেমনঃ চিত্রাঙ্কন, সুন্দর হস্তক্ষর ও মাঝে মাঝে গল্প বলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা আনন্দময় পরিবেশে পাঠদানে আগ্রহী হয়ে উঠেছে।

চলতি অর্থবছরের উদ্ভাবনী গল্প

সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটবো মোরা ফুটবো গো

উদ্ভাবক: জিয়াউদ্দিন আহাম্মদ, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, মানিকগঞ্জ

কাব স্কাউটিং হল ৬-১০+ বয়সী শিশু কিশোর ও যুবদের জন্য বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত একটি শিক্ষামূলক ও গতিশীল আন্দোলন। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি অবসর সময়কে কাজে লাগিয়ে স্কাউটিং কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে কাব শিশুরা তাদের শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়ন সাধন করে থাকে। স্কাউটিংয়ে কাব শিশুদের বয়সভেদে চাহিদা অনুসারে বিভিন্ন আকর্ষণীয় ও বৈচিত্র্যময় প্রোগ্রামের মাধ্যমে ক্রমোন্নতিশীল প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়ে থাকে এবং বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের স্বীকৃতি স্বরূপ আকর্ষণীয় ব্যাজ ও অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়ে থাকে। উক্ত প্রোগ্রামসমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্যাক মিটিং এর মাধ্যমে সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে ৬০-৯০ মিনিটব্যাপী কাব শিশুদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। কিন্তু কোভিড ১৯ পরিস্থিতিতে বিদ্যালয় বন্ধ থাকায় কাব শিশুরা স্ব-শরীরে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়ে প্যাক মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করতে পারছে না। এ ক্ষেত্রে এ উদ্ভাবনী ধারণার মাধ্যমে ভার্চুয়্যাল প্যাক মিটিং এ অংশগ্রহণ করে জুম অ্যাপস, গুগল মিট, ফেসবুক ও ম্যাসেঞ্জার ব্যবহার করে কাব শিশুরা নিয়মিতভাবে স্কাউটিং কার্যক্রম অনুশীলন করতে পারবে। একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কাব শিক্ষক তথা ইউনিট লিডারের তত্ত্বাবধানে কাব শিশুরা ভার্চুয়্যাল প্যাক মিটিং এ অংশগ্রহণ করে থাকে। উক্ত ভার্চুয়্যাল প্যাক মিটিং এ কাব শিশুরা বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যা, কম্পিউটার পরিচিতি, প্রাথমিক প্রতিবিধান, ক্যাম্পিং, শিশু অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে জানতে পারবে ও উক্ত বিষয়সমূহের উপর দক্ষতা ব্যাজ অর্জন করবে এবং জনস্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, পরিবেশ সংরক্ষণ, সমাজ সেবা, ক্রীড়ক, খেলনা ও মডেল তৈরি, ব্যক্তিগত লাইব্রেরী, প্রকৃতি ও পরিবেশ, আবহাওয়া, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিতভাবে অনুশী-লনের মাধ্যমে পারদর্শিতা ব্যাজ অর্জন করবে। এসব দক্ষতা ও পারদশির্তা ব্যাজ অর্জন করে কাব স্কাউটিং এর চুড়ান্ত লক্ষ্য শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কাব শিশুরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড অজন করতে পারবে। এছাড়াও কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বিদ্যালয় বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীরা ঘরে বসেই এসব নান্দনিক ও সৃজনশীল প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে তাদের মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারবে। এভাবেই সকল বাঁধা বিপত্তিকে অতিক্রম করে সকল কাঁটা ধন্য করে আমাদের শিক্ষাথীরা ফুটে উঠবে ও উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে নিজেকে দক্ষ ও যোগ্য করে গড়ে তুলবে।

ভার্চুয়াল বন্ধু

উদ্ভাবক: রিবন রানী দাশ, সহকারী শিক্ষক, ভরপূর্ণি সপ্রাবি, লাখাই, হবিগঞ্জ

গ্রামের স্কুল সংলগ্ন শিক্ষার্থীদের নিয়ে প্রতি তিনজন ছাত্র করে একটি গ্রুপ করেছি। প্রতি পাড়ায় দুজন করে বিশজন বন্ধু আছে ওদের মাধ্যমে লেখাপড়া প্রদান, হোমওয়ার্ক, অনলাইন ক্লাস, সংসদ টেলিভিশনের ক্লাশ নিয়মিত দেখছে কিনা খবরাখবর নেই। এতে ব্যাপক সাড়া পাই আমি। আমি ভার্চুয়াল বন্ধুদের সিলেক্ট করে তাদের নিয়ে একটি গ্রুপ খুলেছি। ঐ গ্রুপে পড়া ও বাড়ির কাজ দেই ও তারা আমাকে রিটার্ন খাতা দেখায়। এতে করে আমার গ্রাম এলাকার স্কুলটি লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে না। আগে আমরা শুধু ছাত্রছাত্রীদের বাড়ির কাজ দিয়ে আসতাম। বাচ্চারা রাতে সে পড়া পড়ছে কিনা, সে খবর অধিকাংস শিক্ষক রাখতাম না। কিন্তু এলাকার শিক্ষিত বেকার যুবকদের মোবাইল কে আমি কাজে লাগানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করলাম। এতে ভার্চুয়াল বন্ধুরা খুশি তাদেরকে তদারকির কাজ দেওয়ায়। আর আমার বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান ১০০% বৃদ্ধি পাচ্ছে।

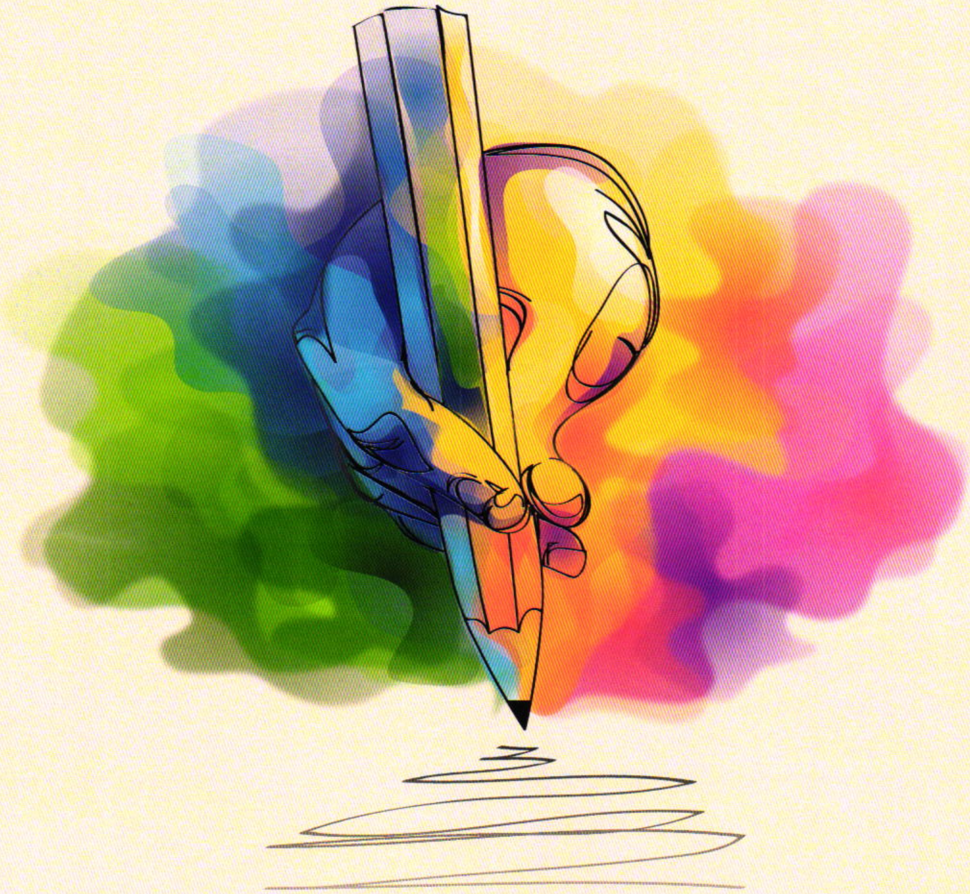

২০২০-২১ অর্থবছরের সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
সেকশন ২, মিরপুর, ঢাকা ১২১৬
www.dpe.gov.bd

স্মারক নং ৩৮.০১.০০০০.১০৭.২৬.০২২.১৯.৩৫ | তারিখ: ২৫ চৈত্র ১৪২৭ / ০৮ এপ্রিল ২০২১

বিষয়: জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ও এর আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের ২০ থেকে ১২তম গ্রেড পর্যন্ত কর্মচারীদের উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সন্তোষজনক চাকরির প্রত্যয়ন প্রদান সহজিকরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসনিক গতিশীলতা আনয়ন এবং সেবার মান উন্নয়নে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ও এর আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের ২০ থেকে ১২তম গ্রেড পর্যন্ত কর্মচারীদের উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সন্তোষজনক চাকরির প্রত্যয়ন প্রদান সেবাকে সহজিকরণের লক্ষ্যে আদিষ্ট হয়ে নিম্নরূপ নির্দেশনা জারী করা হলো:

ক) প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীগণ নিজ নিজ কার্যালয়ের অধিক্ষেত্র অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা বরাবর আবেদন করবেন।

খ) সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় উপপরিচালক তাঁর অধিক্ষেত্রের জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস এবং এর আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের ২০ থেকে ১২তম গ্রেড পর্যন্ত কর্মচারীদের উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সন্তোষজনক চাকরির প্রত্যয়ন প্রদান করবেন।

গ) প্রতিটি দপ্তরে এতদসংক্রান্ত সেবাকেন্দ্র (Help Desk) স্থাপন করবেন।

২। জনস্বার্থে জারিকৃত এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(মো: মিজানুর রহমান)
যুগ্ম-সচিব
পরিচালক (প্রশাসন)

বিভাগীয় উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা
ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/রংপুর/সিলেট/ময়মনসিংহ বিভাগ।

স্মারক নং ৩৮.০১.০০০০.১০৭.২৬.০২২.১৯.৩৫ | তারিখ: ২৫ চৈত্র ১৪২৭ / ০৮ এপ্রিল ২০২১

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে:

১। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার/পিটিআই সুপারিনটেনডেন্ট (সকল)। তাঁর আওতাধীন সকলকে অবহিতকরণের অনুরোধসহ)
২। উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার (সকল)। তাঁর আওতাধীন সকলকে অবহিতকরণের অনুরোধসহ)
৩। মহাপরিচালকের ব্যক্তিগত সহকারী (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৪। অফিস কপি।

(মো: মিজানুর রহমান)
যুগ্ম-সচিব
পরিচালক (প্রশাসন)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
সেকশন ২, মিরপুর, ঢাকা ১২১৬
www.dpe.gov.bd

স্মারক নং ৩৮.০১.০০০০.১০৭.২৬.০২২.১৯.৩৬ তারিখ: ২৫ চৈত্র ১৪২৭ / ০৮ এপ্রিল ২০২১

বিষয়: মাঠ পর্যায়ের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের বহিঃবাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর সহজিকরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসনিক গতিশীলতা আনয়ন এবং সেবার মান উন্নয়নে মাঠ পর্যায়ের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের বহিঃবাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর সেবাকে সহজিকরণের লক্ষ্যে আদিষ্ট হয়ে নিম্নরূপ নির্দেশনা জারী করা হলো:

ক) প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীগণ নিজ নিজ কার্যালয়ের অধিক্ষেত্র অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা বরাবর আবেদন করবেন।

খ) সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় উপপরিচালক তাঁর অধিক্ষেত্রের মাঠ পর্যায়ের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের বহিঃবাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর করবেন।

গ) প্রতিটি দপ্তরে এতদসংক্রান্ত সেবাকেন্দ্র (Help Desk) স্থাপন করবেন।

২। জনস্বার্থে জারিকৃত এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(মো: মিজানুর রহমান)
যুগ্ম-সচিব
পরিচালক (প্রশাসন)

বিভাগীয় উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা
ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/রংপুর/সিলেট/ময়মনসিংহ বিভাগ।

স্মারক নং ৩৮.০১.০০০০.১০৭.২৬.০২২.১৯.৩৬ তারিখ: ২৫ চৈত্র ১৪২৭ / ০৮ এপ্রিল ২০২১

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে:

১। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার/পিটিআই সুপারিনটেনডেন্ট (সকল)। তাঁর আওতাধীন সকলকে অবহিতকরণের অনুরোধসহ)
২। উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার (সকল)। তাঁর আওতাধীন সকলকে অবহিতকরণের অনুরোধসহ)
৩। মহাপরিচালকের ব্যক্তিগত সহকারী (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৪। অফিস কপি।

(মো: মিজানুর রহমান)
যুগ্ম-সচিব
পরিচালক (প্রশাসন)

১। নাগরিক সেবার তালিকা

ক্রম	সেবার নাম
১	শিক্ষক বদলি
২	শিক্ষকদের পিআরএল ও পেনশন
৩	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস এবং তার আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের ২০ থেকে ১২ তম গ্রেড পর্যন্ত কর্মচারীদের উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সন্তোষজনক চাকরির প্রত্যয়ন প্রদান
৪	১৪ থেকে ১২ তম গ্রেড পর্যন্ত শিক্ষকদের উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সন্তোষজনক চাকরির প্রত্যয়ন প্রদান
৫	মাঠ পর্যায়ের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের বহিঃবাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর
৬	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এবং পিটিআই সুপারিনটেনডেন্ট এর ভবিষ্য তহবিল উত্তোলন (চূড়ান্ত পরিশোধ ব্যতীত) প্রদান
৭	মাঠ পর্যায়ের জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার/পিটিআই সুপারিনটেনডেন্ট এর নিয়ন্ত্রণাধীন ১২ থেকে ২০তম গ্রেড পর্যন্ত শিক্ষক/কর্মচারীদের পাসপোর্ট এর জন্য এনওসি প্রদান
৮	মাঠ পর্যায়ের বিভাগীয় উপপরিচালকের নিয়ন্ত্রণাধীন ১০ থেকে ১১তম গ্রেডের শিক্ষক/কর্মচারী এবং নিজ অফিসের ১২ হতে ২০তম গ্রেড পর্যন্ত কর্মচারীদের পাসপোর্টের জন্য এনওসি প্রদান
৯	মাঠ পর্যায়ের জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার/পিটিআই সুপারিনটেনডেন্ট এর নিয়ন্ত্রণাধীন ১২ থেকে ২০তম গ্রেড পর্যন্ত শিক্ষক/কর্মচারীদের উচ্চ শিক্ষা (নৈশ কোর্স/উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স/অনিয়মিত প্রার্থী) গ্রহণার্থে অধ্যয়নের অনুমতি প্রদান

২। সহজিকৃত সেবার নাম: জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস এবং তার আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের ২০ থেকে ১২ তম গ্রেড পর্যন্ত কর্মচারীদের উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সন্তোষজনক চাকরির প্রত্যয়ন প্রদান

৩। সেবাটি সহজিকরণের পূর্বের প্রসেস ম্যাপ এবং পরের প্রসেস ম্যাপ

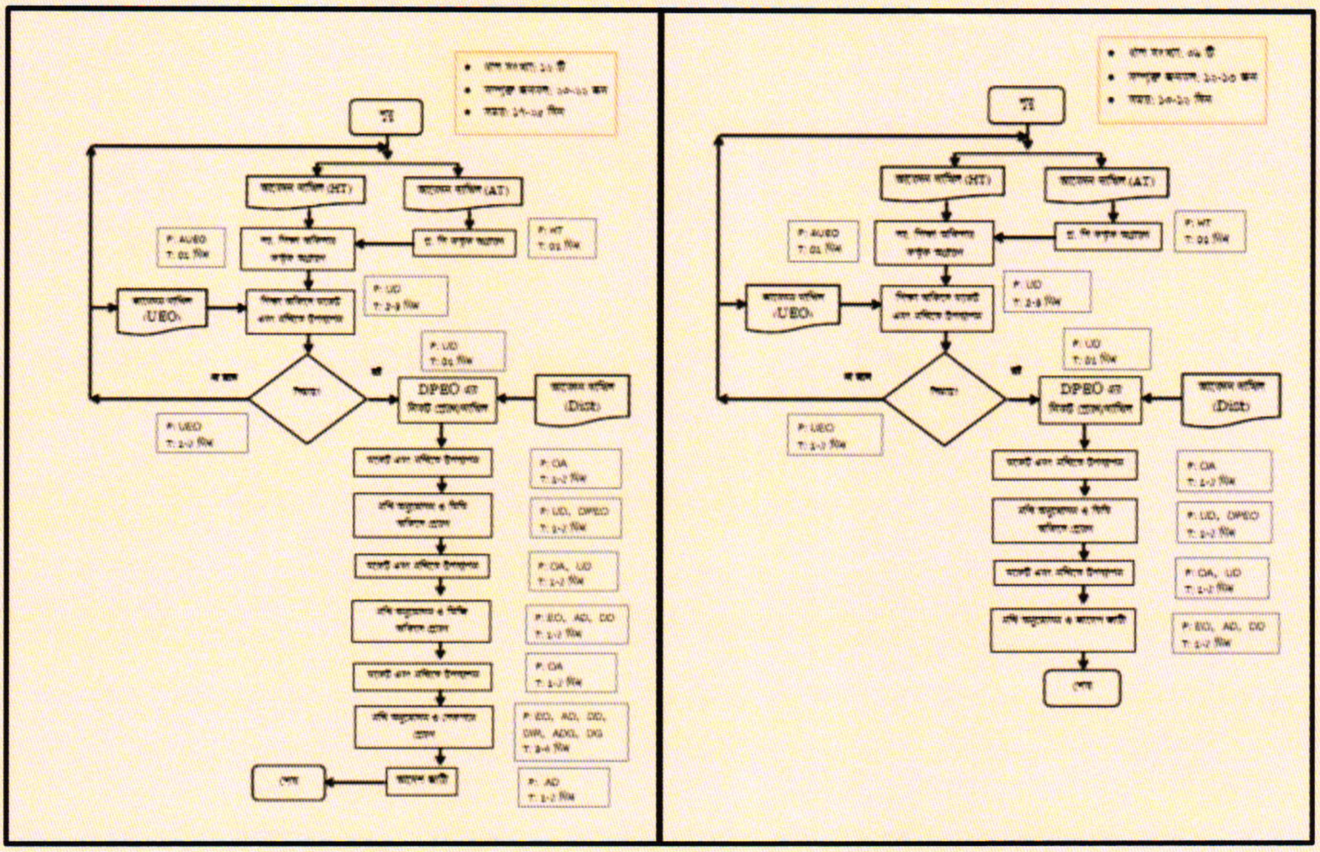

৪। সেবাটি সহজিকরণের পূর্বের ও পরের TCV এনালাইসিস তথা (Time, Cost & Visit) এর তুলনা

	সহজিকরণের পূর্বের পদ্ধতি	সহজিকরণের পরের পদ্ধতি
সময় (দিন/ঘন্টা)	১৮-২৫ দিন	১০-১২ দিন
খরচ (নাগরিক ও অফিসের)	নাগরিক: ২০০-৪০০০/-	নাগরিক: ২০০-৫০০/-
যাতায়াত	৩-৪ বার	সর্বোচ্চ ১ বার
ধাপ	১২ টি ধাপ	০৯ টি ধাপ
জনবল	২০-২২ জন	১২-১৩ জন
দাখিলীয় কাগজপত্র	আবেদন পত্র, এসিআর	আবেদন পত্র, এসিআর

৫। কোন ধরনের এবং কত সংখ্যক স্টেকহোল্ডার/বেনিফিসিয়ারি সেবা টি গ্রহণ করে থাকে?

- শিক্ষক, কর্মচারী। প্রায় ৪ লক্ষ।

৬। সেবাটি বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ এবং তা নিরসনে গৃহীত কৌশল/ব্যবস্থাসমূহ:

- উল্লেখযোগ্য কোন চ্যালেঞ্জ নেই।

৭। সেবাটির প্রচারণা ও টেকসইকরণের কর্মপরিকল্পনা এবং তা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ:

- অফিস আদেশ জারী
- বিভাগীয় কর্মশালা/সভায় আলোচনা
- সেবা ডেস্ক স্থাপন
- পরিবীক্ষণ

একটি শিক্ষিত জাতি ছাড়া
কোন দেশ ক্ষুধামুক্ত
দারিদ্র্যমুক্ত হতে পারে না

-মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা